দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... APR 02 2000
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

চট্টগ্রাম ভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের শাটল ট্রেন বর্জন ঃ সবাই হতবাক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ টানা সাড়ে ৩ মাসের সংঘাত-সহিংসতা, আন্দোলন-সংগ্রাম ও অচলাবস্থার মধ্যে আন্দোলনরত ছাত্রঐক্যের সঙ্গে কোনরূপ সমঝোতা ছাড়াই কর্তৃপক্ষের একপক্ষীয় সিদ্ধান্তে গতকাল (শনিবার) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী বহনকারী শাটল ট্রেন চলাচল করেছে। আন্দোলনরত ছাত্রঐক্যের সঙ্গে কোনও সমঝোতা না হওয়ায় শত শত পুলিশ প্রহরায় শাটল ট্রেন স্টেশন ছাড়লেও ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাস অভিমুখী ট্রেনে চড়েনি। সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় ট্রেনগুলো ক্যাম্পাস পর্যন্ত গেছে এবং যথারীতি শহরে ফিরে এসেছে। শাটল ট্রেনে না চড়ায় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান আলোচনায় বসার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত বছর ১৯ ডিসেম্বর ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ২ জন নেতা খুন হন। এ ঘটনার পর থেকে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে শিবির-ছাত্রদলসহ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলনের কর্মসূচী পালন করে।

আন্দোলনকালে ৫৪ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার ও ডিটেনশন দেয়ার জের ধরে পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। ফলে ভার্সিটির অবস্থা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ছাত্রছাত্রীদের দমন-নিপীড়ন, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার না করা বা সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতার দায়ে অভিযুক্ত করে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ভিসি-প্রোভিসি হটাও আন্দোলনের ঘোষণা দেয়। এই আন্দোলনের ধারায় ছাত্রঐক্য ইতোমধ্যে ১৭ দিন ভার্সিটি অবরোধ ও ৪৯ দিন লাগাতার হরতাল পালন করেছে। এই সময় ছাত্রছাত্রী বহনকারী শাটল ট্রেন, শিক্ষক ও স্টাফ বহনকারী যানবাহনসমূহ বন্ধ থাকে। ক্যাম্পাস হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অচল। এই অবস্থায় পবিত্র হজ্বব্রত পালনের লক্ষ্যে ভিসি প্রফেসর মান্নান গত মাসে সৌদী আরব যান। গত বৃহস্পতিবার তিনি দেশে ফিরেই সর্বপ্রথম শাটল ট্রেন চালানোর উদ্যোগ নেন। সে অনুসারে তার সিদ্ধান্তে গতকাল শনিবার ক্যাম্পাস অভিমুখী ৩টি শাটল ট্রেন যথারীতি স্টেশন ছেড়েছে। আবার ফিরেও এসেছে। এ উপলক্ষে প্রতিটি ট্রেনে ৫০ জন করে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। শহরের নিচতলী থেকে ভার্সিটি পর্যন্ত রেল লাইনে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টেও বিশেষ পুলিশ মোতায়েন ছিল। কিন্তু শাটলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা চড়েনি। জানা গেছে সকাল ৭টার ট্রেনে ২ জন আরোহী আর ৮টা ও ১০টার ট্রেনে ৫/৬ জন করে ছাত্রনেতা ক্যাম্পাসে গেছে।

কড়া পুলিশ প্রহরায় ট্রেনে চলাচলের পরও ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে যেতে অনীহা সকলকে হতবাক করেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সঙ্গে কোনরূপ সমঝোতা না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে যেতে নিরাপদবোধ করছে না। এই অবস্থায় গতকাল ভিসি আলহাজ্ব আবদুল মান্নান জরুরী সিন্ডিকেট বৈঠকে মিলিত হন। সিন্ডিকেট সভায় গত সাড়ে ৩ মাসে অচলাবস্থা নিরসনে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন উদ্যোগ, তদন্ত কমিটি ও লিয়াজোঁ কমিটি গঠন, আলোচনার প্রচেষ্টা প্রভৃতি পর্যালোচনা করা হয়। সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সাথে আলোচনাক্রমে অচলাবস্থা নিরসনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন বলে জানা গেছে। এছাড়া কোনরূপ সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক ও স্টাফ বহনকারী যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখারও সিদ্ধান্ত হয় বলে একজন সদস্য জানান। সিন্ডিকেট সদস্যদের পরামর্শক্রমে ভিসি প্রফেসর মান্নান ছাত্রনেতাদের সাথে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে চাকসু এজিএস মাহবুবের রহমান শামীম ও শিবির সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জু ইনকিলাবকে জানান, প্রক্টর প্রফেসর গাজী সালেহ উদ্দিন ভিসি সাহেবের আলোচনার প্রস্তাব জানিয়েছেন। কিন্তু লিখিত কোন চিঠি তারা পায়নি। ছাত্রনেতারা জানান, সুনির্দিষ্ট কোন এজেন্ডা ছাড়া ছাত্রঐক্য আলোচনায় বসবে না।

এদিকে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ গতকাল অপর এক বিবৃতিতে জানান, সমঝোতা ছাড়া পুলিশ দিয়ে ভার্সিটি চালানোর প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ জানান। তারা বলেন, এরকম প্রচেষ্টা সংকটকে দীর্ঘায়িত করবে। তারা উল্লেখ করেন, যে কোন হটকারী সিদ্ধান্তের দায়-দায়িত্ব কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। নেতৃবৃন্দ ২ জন শিবির নেতার হত্যাকারী চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, ৫৪ জন নিরীহ ছাত্রের মুক্তি, নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা ও ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ প্রত্যাহারের পর আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনের দাবী জানান। বিবৃতিদাতারা হচ্ছেন মহানগর ছাত্রদল সভাপতি নাজিমুর রহমান, চাকসু এজিএস মাহবুবের রহমান শামীম, মহানগর শিবির সভাপতি মিজবাহুল কবির, জাতীয় ছাত্রসমাজ সাধারণ সম্পাদক আজম খান, ভার্সিটি শিবির সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জু, ইসলামী ছাত্রসমাজের আতিকুর রহমান সিদ্দিকী, ছাত্র মজলিসের মঞ্জুরে মওলা, ছাত্রদলের আবদুল্লাহ আল মামুন, জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, আরইউ চৌধুরী শাহীন, শওকত আযম খাজা, এমএ হামিদ, মোশাররফ হোসেন দিপ্তী, শাহেদ বক্স, মোঃ সেলিম, সাইফুর রহমান শপথ, শিবিরের আবদুল হান্নান ও সাইফুল ইসলাম।

ভার্সিটি সিন্ডিকেটের আহবান

গতকাল সকালে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভার উদ্ধৃতি দিয়ে ভার্সিটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়, গত ১৯ ডিসেম্বর সংঘটিত দুঃখজনক সন্ত্রাসী ঘটনার প্রেক্ষাপটে কয়েকটি ছাত্রসংগঠনের আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অচল রয়েছে। পরীক্ষাসমূহ স্থগিত রয়েছে এবং হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এক চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছে। এমনকি প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষাও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ১৯ ডিসেম্বরের সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য সিন্ডিকেট তদন্ত কমিটি গঠন করেছে এবং সকল হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসের বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সংগঠনের সাথে আলোচনার জন্য লিয়াজোঁ কমিটিও গঠিত হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ১৯ ডিসেম্বর হত্যাকাণ্ডসহ সকল সন্ত্রাসের বিচার ও আইনগত শাস্তি প্রয়োগে কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারবদ্ধ। এছাড়া সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিও অনুরোধ জানানো হয়। এই অবস্থায় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর স্বার্থে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ভার্সিটি প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি সিন্ডিকেট সভায় আহবান জানানো হয়।

ছাত্রদলের প্রতিবাদ সভা

ছাত্রঐক্যের সাথে সমঝোতা ব্যতীত শাটল চালানোর একতরফা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিবাদ সভা মোঃ সেলিমের সভাপতিত্বে শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেতৃবৃন্দ বলেন, ফ্যাসিস্ট কায়দায় জোরপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর অপচেষ্টা সঙ্কটকে প্রলম্বিত করবে।